সংবাদ

তারিখ ৩০ JUN 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

স্থায়ী কমিটির বৈঠক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডকে পৃথক করার পরামর্শ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বেসরকারি শিক্ষকদের উৎসব-ভাতা একশ' ভাগে উন্নীত করাসহ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের সুপারিশ করেছে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে পৃথক করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভবনে গতকাল সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বীরেণ শিকদার, হুইপ শেখ আবদুল ওহাব, মো. শাহ আলম, মু. জিয়াউর রহমান ও কাজী ফারুক কাদের এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শিক্ষা বোর্ডকে আলাদা করার পাশাপাশি এনসিটিবিকেও আলাদা করার জন্য বলা হয়েছে। একই সঙ্গে আন্তঃবোর্ড বদলির বিধান চালুর করার কথা বলা হয়েছে। বৈঠকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ৫০ জনের কম ছাত্র আছে এমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল ও নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন

পরামর্শ : পৃ: ১১ ক: ৮

পরামর্শ : পৃথক করায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

না দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা যাতে ৩ বছরের বেশি একই প্রতিষ্ঠানে না থাকে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বলা হয়েছে।

বৈঠকে দেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিবর্তন করার জন্য আনা পৃথক ৭টি বিল নিয়ে আলোচনা ও এ বিষয়ে কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়। এ বিলে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিকে উপাচার্যের দায়িত্ব হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে।

বৈঠক শেষে রাশেদ খান মেনন জানান, আগে বেসরকারি শিক্ষকরা ২৫ ভাগ উৎসব-ভাতা পেতেন। এখন তা বাড়িয়ে একশ' ভাগ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার জন্য বলা হয়েছে। দাখিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।